গবেষণা সিরিজ-২২

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ

(প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র)

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান
F.R.C.S (Glasgow)

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ

(প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র)

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান

F.R.C.S (Glasgow)

জেনারেল ও ল্যাপারোসকপিক সার্জন

প্রফেসর অব সার্জারী

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ

www.pathagar.com

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
৩৬৫ নিউডিওএইচএস
রোড নং ২৮
মহাখালী
ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রকাশকাল
১ম প্রকাশ: মার্চ ২০০৭
২য় সংস্করণ: অক্টোবর ২০০৮

কম্পিউটার কম্পোজ
আম্মার কম্পিউটার্স
যোগাযোগ: ০১৯১৭০১৭৮৯২

মুদ্রণ ও বাঁধাই
দেশ প্রিন্টার্স
১০ জয়চন্দ্র ঘোষ লেন
প্যারিদাস রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন : ৭১১১২৭২
৭১২২৮৬৫
০১৭১২-১২৬০৫৮

মূল্য ১৮.০০ টাকা

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
১. ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম	৩
২. পুস্তিকার তথ্যের উৎস –	৭
❖ আল-কুরআন	৭
❖ আল-হাদীস	৮
❖ বিবেক-বুদ্ধি	৮
৩. মূল বিষয়	১৫
৪. আমলে সালেহের সংজ্ঞা	১৫
৫. সওয়াবের সংজ্ঞা	১৬
৬. গুনাহের সংজ্ঞা	১৭
৭. ওজর (Excuse) আমলে সালেহ ছাড়ার পর গুনাহ হওয়া না হওয়ার শর্ত হওয়ার প্রমাণ	১৭
৮. অনুশোচনা (Repentance) আমলে সালেহ ছাড়ার পর গুনাহ হওয়া না হওয়ার শর্ত হওয়ার প্রমাণ	২৩
৯. যে ধরনের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা উপস্থিত থাকলে আমলে সালেহ ছাড়ার পর গুনাহ হয় না	২৮
১০. ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ব্যতীত আমলে সালেহ ছাড়লে যে ধরনের গুনাহ হয়	২৯
১১. সমানের চেয়ে কম গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ আমলে সালেহ ছাড়লে যে ধরনের গুনাহ হয়	৩৪
১২. ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা এবং আমলে সালেহ ছাড়ার সাথে গুনাহ হওয়া না হওয়ার সারসংক্ষেপ	৩৬
১৩. বড়, মৌলিক বা কবীরা আমলে সালেহ ছাড়ার পর যে সকল ধরনের গুনাহ হওয়া সম্ভব	৩৭
১৪. ছোট, অমৌলিক বা ছগীরা আমলে সালেহ ছাড়ার পর যে ধরনের গুনাহ হওয়া সম্ভব	৩৭
১৫. গুনাহের শ্রেণীবিভাগের ব্যাপারে চূড়ান্ত রায়	৩৮
১৬. শেষ কথা	৩৯

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ। আমি একজন ডাক্তার (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, ডাক্তারি বিষয় বাদ দিয়ে একজন ডাক্তার কেন এ বিষয়ে কলম ধরল? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশে-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি, ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হল, জীবিকা অর্জনের জন্যে বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী করেছি, এখন যদি পবিত্র কুরআন তাফসীরসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'ইংরেজি ভাষায় বড় বড় বই পড়ে বড় ডাক্তার হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন শরীফ) পাঠিয়েছিলাম, সেটি কি তরজমাসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেব?'

এ উপলব্ধিটি আসার পর আমি কুরআন শরীফ তাফসীরসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার অভাবটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন শরীফ পড়তে যেয়ে দেখি, ইরাকে যে সব সাধারণ আরবী বলতাম, তার অনেক শব্দই ওখানে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন শরীফ পড়তে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে ১, ২, ৫, ১০ আয়াত বা যতটুকু পারা যায়, বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন শরীফ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি লাইনও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্যে কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

www.pathagar.com

পুরো কুরআন শরীফ তথা ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয়সহ আরো অনেক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর সাধারণ মানুষের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখে।

এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দিচ্ছিল। সর্বোপরি, কুরআনের এই আয়াত আমাকে লিখতে বাধ্য করল।

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُوْنَ بِه ثَمَنًا قَلِيْلاً ۙ أُوْلٰئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ.

অর্থ: 'নিশ্চয়ই যারা, আল্লাহ্ (তাঁর) কিতাবে যা নাযিল করেছেন তা গোপন করে এবং বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা যেন পেট আগুন দিয়ে ভরে। আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।' (২, বাকারা : ১৭৪)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ্ বলছেন, তিনি কুরআনে যে সব বিধান নাযিল করেছেন, জানা সত্ত্বেও যারা সেগুলো বলে না বা মানুষকে জানায় না এবং এর বিনিময়ে সামান্য কিছু পায় (অর্থাৎ সামান্য অর্থ, সুযোগ-সুবিধা বা খ্যাতি ইত্যাদি পায়), তারা যেন তাদের পেট আগুনে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না (ঐ দিন এটি একটি সাংঘাতিক দুর্ভাগ্য হবে) এবং তাদের পবিত্র করা হবে না (অর্থাৎ তাদের ছোট-খাট গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ মানুষের ছোট-খাট গুনাহ্ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআন জেনে তা গোপন করবে, তাদের তা করা হবে না)। তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআন জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্যে কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে, তা থেকে বাঁচার জন্যে আমি ডাক্তার হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় সূরা আরাফের ২নং আয়াতটি আমার মনে পড়ল। আয়াতটি হচ্ছে-

كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِه .

www.pathagar.com

অর্থঃ এটা (আল-কুরআন) একটি কিতাব। এটি তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে এ জন্যে যে, এর বক্তব্য দ্বারা তুমি মানুষকে সতর্ক করবে, ভয় দেখাবে। তাই (কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে) তোমার অন্তরে যেন কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি না আসে।

ব্যাখ্যাঃ কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ককারীর অন্তরে দুটো অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে-

১. কুরআনের বক্তব্য সঠিকভাবে বুঝতে না পারার কারণে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।
২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে অসামঞ্জস্যশীল বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে ২য়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্যে সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে, কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা, যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্যে তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটো সমূলে উৎপাটন করার জন্যে আল্লাহ এই আয়াতে রাসূলের সা. মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন, মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনই কুরআনের বক্তব্যকে লুকাবে না বা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (গাশিয়াহঃ ২২, নিসাঃ ৮০) আল্লাহ রাসূলকে সা. বলেছেন, পৃথিবীর সকল মানুষ কখনই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই তুমি কুরআনের বক্তব্য (না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে) মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্যে পুলিশের ন্যায় কাজ করা তোমার কাজ নয়। কুরআনের এই সব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই, আমার কথা বা লেখনীতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

কুরআন শরীফ পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইল না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (যেখানে সিয়াহ সিত্তার প্রায় সমস্ত হাদীস

www.pathagar.com

এবং তার বাইরেরও অনেক হাদীসের বর্ণনা আছে) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বর্তমান লেখা আরম্ভ করি ০৪.১২.২০০৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে 'কুরআনিআ' (কুরআন নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রাসূল আ. বাদে পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ, যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব এবং সেটি সঠিক হলে, পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমত কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন–এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।

ম. রহমান

www.pathagar.com

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

ইসলামী জীবন বিধানে যে কোন বিষয়ে তথ্যের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি– আল-কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি। পুস্তিকার জন্যে এই তিনটি উৎস থেকেই তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেয়া যাক, যা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে মাধ্যম তিনটিকে যথাযথভাবে ব্যবহারের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-

ক. আল-কুরআন

কোন কিছু পরিচালনার মৌলিক বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হচ্ছে ঐটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোন জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়গুলো সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্যে করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই বুদ্ধিটা ইঞ্জিনিয়াররা পেয়েছে মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল বা কিতাব সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এটা আল্লাহ এ জন্যে করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল-কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিল যে, রাসূল মুহাম্মদ সা. এর পর আর কোন নবী-রাসূল আ. দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল-কুরআনের বিষয়গুলো যাতে রাসূল সা. দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর, সময়ের আবর্তে, মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোন কমবেশি না হয়ে যায়, সে জন্যে কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূলের সা. মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ কেন, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন শরীফ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ের উপরে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হচ্ছে, সব ক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোন বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উপস্থাপন করা হয়েছে অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যেই ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন, কুরআনের তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা করা। তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য

www.pathagar.com

আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নাহলের ৫২ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনে পরস্পরবিরোধী কোন কথা নেই।

আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল-কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে আমি এই পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছি।

খ. সুন্নাহ

কুরআনের বক্তব্যগুলোর বাস্তব রূপ হল রাসূল সা. এর জীবনচরিত বা সুন্নাহ। তাই কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা যদি কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায়, তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। সুন্নাহকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে হাদীসে। এ জন্যে হাদীসকে এই পুস্তকে তথ্যের ২য় উৎস হিসাবে ধরা হয়েছে।

হাদীসের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের বিপরীত হয়, তবে নির্দ্বিধায় সেই হাদীসটিকে মিথ্যা বা বানানো হাদীস বলে অথবা তার প্রচলিত ব্যাখ্যাকে ভুল বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ যতই গুণান্বিত হোক না কেন। কারণ, কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত কোন কথা বা কাজ রাসূল সা. কোনক্রমেই বলতে বা করতে পারেন না। পক্ষান্তরে কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য হয়, তবে সেই হাদীসটিকে শক্তিশালী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তার বর্ণনাকারীগণের মধ্যে কিছু দুর্বলতা থাকলেও।

কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা ছাড়াও রাসূল সা. আরো কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা সেগুলো কুরআনের কোন বক্তব্যের ব্যাখ্যা বা বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে ঐ বিষয় বর্ণিত সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসের বক্তব্য দুর্বল হাদীসের বিপরীতধর্মী বক্তব্যকে রহিত (Cancel) করে দেয়।

গ. বিবেক-বুদ্ধি

আল-কুরআনের সূরা আশ-শামছের ৭-১০ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন-

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا.

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا.

অর্থ: শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে ইলহামের মাধ্যমে পাপ ও সৎ কাজের জ্ঞান দিয়েছেন। যে তাকে উৎকর্ষিত করল সে সফল হল। আর যে তাকে অবদমিত করল সে ব্যর্থ হল।

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা: এখানে প্রথমে আল্লাহ্ জানিয়েছেন তিনি মানুষের মনকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর বলেছেন তিনি ইলহাম তথা অতিপ্রাকৃতিকভাবে ঐ মনকে কোনটি ভুল (পাপ) এবং কোনটি সঠিক (সৎ কাজ) তা জানিয়ে দেন। এরপর বলেছেন যে ঐ মনকে উৎকর্ষিত করবে সে সফলকাম হবে এবং যে তাকে অবদমিত করবে সে ব্যর্থ হবে। মানুষের এই মনকে বিবেক এবং বিবেক নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধিকে বিবেক-বুদ্ধি বলে।

আর এই বিবেকের ব্যাপারে রাসূল সা. এর বক্তব্য হচ্ছে-

وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ لِــوَابِصَةَ (رض) جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَ الْاِثْمِ ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَجَمَعَ اَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ. وَ قَالَ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ثَلَاثًا. اَلْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالْاِثْمُ مَا حَاكَ فِى النَّفْسِ وَ تَرَدَّدَ فِى الصَّدْرِ وَاِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ.

অর্থ: রাসূল সা. ওয়াবেছা রা. কে বললেন, তুমি কি আমার নিকট নেকি ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো: হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে নিজের হাত বুকে মারলেন এবং বললেন, তোমার নিজের নফস ও অন্তরের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা কর। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন, যে বিষয়ে তোমার নফস ও অন্তর স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকী। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার মনে সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়।

(আহমদ, তিরমিজি)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানিতে রাসূল সা. স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষের অন্তর তথা বিবেক যে কথা বা কাজে সায় দেয় বা স্বস্তি অনুভব করে, তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে নেক, সৎ, ভাল বা সিদ্ধ কথা বা কাজ। আর যে কথা বা কাজে মানুষের অন্তর সায় দেয় না বা অস্বস্তি ও খুঁতখুঁত অনুভব করে তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে গুনাহ, খারাপ বা নিষিদ্ধ কাজ।

তবে অন্য হাদীসে উল্লেখ আছে এবং সাধারণভাবে আমরা সকলেও জানি বিবেক পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তিত হয়। তাই বিবেক-বিরুদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে তা যেমন কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে তেমনই বিবেক-সিদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করার আগেও তা কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।

পবিত্র কুরআনে এই বিবেক-বুদ্ধিকে عَقْل বলা হয়েছে। এই عَقْل শব্দটিকে আল্লাহ- اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ، لَا يَعْقِلُوْنَ ، اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ইত্যাদিভাবে মোট ৪৯ বার কুরআনে ব্যবহার করেছেন। শব্দটি তিনি ব্যবহার

www.pathagar.com

করেছেন প্রধানত ইসলামকে জানা ও বুঝার জন্যে কুরআন ও সুন্নাহের সঙ্গে বিবেক-বুদ্ধিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে, না হয় ঐ কাজে বিবেক-বুদ্ধি না খাটানোর দরুন তিরস্কার করার জন্যে।

বিবেক-বুদ্ধি খাটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই আল্লাহ কুরআনে শব্দটি এতবার উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া এটিকে আল্লাহ কী পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছেন, তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝা যায় নিম্নের ৩টি আয়াতের মাধ্যমে-

১. সূরা আনফালের ২২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ.

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেই সব বধির-বোবা লোক, যারা জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।

২. সূরা ইউনুস-এর ১০০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ.

অর্থঃ যারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করে না, তিনি তাদের উপর অকল্যাণ চাপিয়ে দেন (ভুল চেপে বসে)।

৩. সূরা মুলকের ১০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেনঃ

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيْرِ.

অর্থঃ জাহান্নামীরা আরো বলবে, যদি আমরা (নবী-রাসূলদের) কথা শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে তা থেকে শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করতাম, তাহলে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হত না।

ব্যাখ্যাঃ আয়াতটিতে দোযখের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যে কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে, 'আমরা যদি পৃথিবীতে নবী-রাসূলদের তথা কুরআন ও হাদীসের কথা শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে তা থেকে শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করতাম, তবে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হতো না।' কারণ বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কুরআন ও হাদীস থেকে শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করলে তারা ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করতে পারত এবং সহজেই বুঝতে পারত যে, কুরআন ও হাদীসের (প্রায় সব) কথা বিবেক-বুদ্ধিসম্মত। ফলে তারা তা সহজে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে পারত। আর তাহলে তাদের দোযখে আসতে হত না। আয়াতটি থেকে বুঝা যায়, কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে না বুঝা দোযখে যাওয়ার একটা প্রাথমিক কারণ হবে।

সুধী পাঠক, চিন্তা করে দেখুন, কুরআনের তথা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগানো এবং চিন্তা-গবেষণা করাকে আল্লাহ কী অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এই বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণার ব্যবহারকে

www.pathagar.com

তিনি কোন বিশেষ যুগের মানুষের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেননি। কারণ, মানব সভ্যতার অগ্রগতির (Development) সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের কোন কোন আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা নতুন তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে মানুষের নিকট আরো পরিষ্কার হয়ে ধরা দিবে। এ কথাই রাসূল সা. তাঁর দুটো হাদীসের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রথম হাদীসটি অনেক বড়, তাই সংক্ষেপে তা উপস্থাপন করা হল-

১. হযরত আবু বকরা রা. বলেন, নবী করিম সা. ১০ জিলহজ্জ কুরবানির দিনে আমাদের এক ভাষণ দিলেন এবং বললেন, বলো, আমি কি তোমাদেরকে আল্লাহর নির্দেশ পৌঁছাই নাই? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তখন তিনি বললেন, 'হে খোদা, তুমি সাক্ষী থাক।' অতঃপর বললেন, 'উপস্থিত প্রত্যেকে যেন অনুপস্থিতকে এ কথা পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, পরে পৌঁছানো ব্যক্তিদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যে আসল শ্রোতা অপেক্ষাও এর পক্ষে অধিক উপলব্ধিকারী ও রক্ষাকারী হতে পারে'। (বুখারী ও মুসলিম) হাদীসটির 'কেননা' শব্দের আগের অংশটুকু বহুল প্রচারিত কিন্তু 'কেননা'র পরের অংশটুকু যে কোন কারণেই হোক একেবারেই প্রচার পায় নাই।

২. 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করেছে, তা স্মরণ ও সংরক্ষণ করেছে এবং অন্যদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয়। আবার জ্ঞানের অনেক বাহক নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানীর কাছে তা পৌঁছে দেয়'।

(তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমি, বায়হাকি)

মহান আল্লাহ তো কুরআনের বক্তব্যকে চোখ-কান বন্ধ করে মেনে নিতে বলতে পারতেন; কিন্তু তা না বলে তিনি উল্টো কুরআনের বক্তব্যকে বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার ব্যাপারে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এর প্রধান কয়েকটি কারণ হচ্ছে-

ক. বিবেক-বুদ্ধি সকল মানুষের নিকট সকল সময় উপস্থিত থাকে,

খ. বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে সিদ্ধান্তে পৌঁছা যেমন সহজ তেমন তাতে সময়ও খুব কম লাগে,

গ. কোন বিষয় বিবেক-সিদ্ধ হলে তা গ্রহণ করা, মনের প্রশান্তি নিয়ে তা আমল করা এবং তার উপর দৃঢ় পদে দাঁড়িয়ে থাকা সহজ হয় এবং

ঘ. অল্প কিছু অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) বিষয় বাদে ইসলামে চিরন্তনভাবে বিবেক-বুদ্ধির বাইরে কোন কথা বা বিষয় নেই।

তাই, বিবেক-বুদ্ধির রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি উৎস হিসাবে নেয়া হয়েছে। তবে বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে-

ক. আল্লাহর দেয়া বিবেক বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশের দ্বারা পরিবর্তিত হয়, তবে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না,

www.pathagar.com

খ. সঠিক বা সম্পূরক শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে বিবেক উৎকর্ষিত হয়ে কুরআন-হাদীসের কাছাকাছি পৌঁছে যায় কিন্তু একেবারে সমান হয় না এবং

গ. কুরআন বা মুতাওয়াতির হাদীসের কোন বক্তব্য যদি মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী না বুঝা যায় তবুও তাকে সত্য বলে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানুষের জ্ঞান একটি বিশেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত কুরআনের কোন কোন আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝে না-ও আসতে পারে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে বলে আশা করি।

১. রকেটে করে গ্রহ-উপগ্রহে স্বল্প সময়ে যাওয়ার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর রাসূলের সা. মেরাজ বুঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তায়ালা বুরাক নামক বাহনে করে 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত এবং তারপর 'রফরফ' নামক বাহনে করে আরশে আজিম পর্যন্ত, অতি স্বল্প সময়ে রাসূল সা. কে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে আবার দুনিয়ায় ফেরত পাঠিয়েছিলেন।

২. সূরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, দুনিয়াতে বিন্দু পরিমাণ ভাল কাজ করলে তা মানুষকে কিয়ামতের দিন দেখানো হবে, আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও ঐ দিন দেখানো হবে। ভিডিও রেকর্ডিং (Video Recording)-এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার আগ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই 'দেখানো' শব্দটি সঠিকভাবে বুঝা সহজ ছিল না। তাই তাফসীরেও এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি, মানুষের ২৪ ঘণ্টার কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাঁর রেকর্ডিং কর্মচারী (ফেরেশতা) দিয়ে ভিডিও রেকর্ড করে কম্পিউটার ডিসকে (Computer disk) সংরক্ষিত রাখছেন এবং এটিই শেষ বিচারের দিন 'দেখিয়ে' বিচার করা হবে।

৩. মায়ের গর্ভে মানুষের জ্রণের বৃদ্ধির স্তর (Developmental steps) সম্বন্ধে কুরআনের যে সকল আয়াত আছে, আগের তাফসীরকারকগণ তার সঠিক তাফসীর করতে পারেন নাই, বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ স্তরে না পৌঁছার কারণে। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জ্রণের বৃদ্ধির (Embryological development) জ্ঞান যতই মানুষের আয়ত্তে আসছে, ততই কুরআনের ঐ আয়াতের বর্ণনা করা তথ্যগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

৪. কুরআনের সূরা হাদিদে বলা হয়েছে, হাদিদ অর্থাৎ লোহা বা ধাতু (Metal) এর মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি। এই 'প্রচণ্ড শক্তি' বলতে আগের তাফসীরকারকগণ বলেছেন তরবারি, বন্দুক, কামান ইত্যাদির শক্তি। কিন্তু এখন বুঝা যাচ্ছে, এটি হচ্ছে পরমাণু শক্তি (Atomic energy)।

বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'পবিত্র কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন' নামক বইটিতে।

কিয়াস ও ইজমা

যে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহে কোন বক্তব্য নেই বা থাকা বক্তব্যের একের অধিক অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে, সে সকল বিষয়ে কুরআন ও সূন্নাহের অন্য বক্তব্যের সাথে বিবেক-বুদ্ধি মিলিয়ে সিদ্ধান্তে আসাকে কিয়াস (Deduction) বলে। আর কোন বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফলাফল এক হওয়া বা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলের একমত হওয়াকে ইজমা (Concensus) বলে। তাই সহজেই বুঝা যায় কিয়াস বা ইজমা ইসলামের মূল উৎস নয় বরং তা হল আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি তথা কুরআন, সূন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা। অর্থাৎ কিয়াস ও ইজমার মধ্যে কুরআন ও সূন্নাহের সাথে আল্লাহ প্রদত্ত তৃতীয় উৎসটি তথা বিবেক-বুদ্ধিও উপস্থিত আছে।

ইজমাকে ইসলামী জীবন বিধানের একটি দলিল ধরা হলেও মনে রাখতে হবে ইজমার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে কুরআন ও সূন্নাহের ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এর কয়েকটি উদাহরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মত অন্য যে কোন বিষয়ে তা হতে পারে।

সিদ্ধান্তে পৌছাতে যে ক্রমধারা অনুযায়ী উৎসসমূহ বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে

যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে, মূল উৎস তিনটি অর্থাৎ কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলাটি মহান আল্লাহ সার-সংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে। আর রাসূল সা. ও সুন্নাহের মাধ্যমে সে ফর্মুলাটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ফর্মুলাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'ইসলামে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা' নামক বইটিতে। তবে ফর্মুলার চলমান চিত্রটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা হল।

www.pathagar.com

ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলার চিত্ররূপ

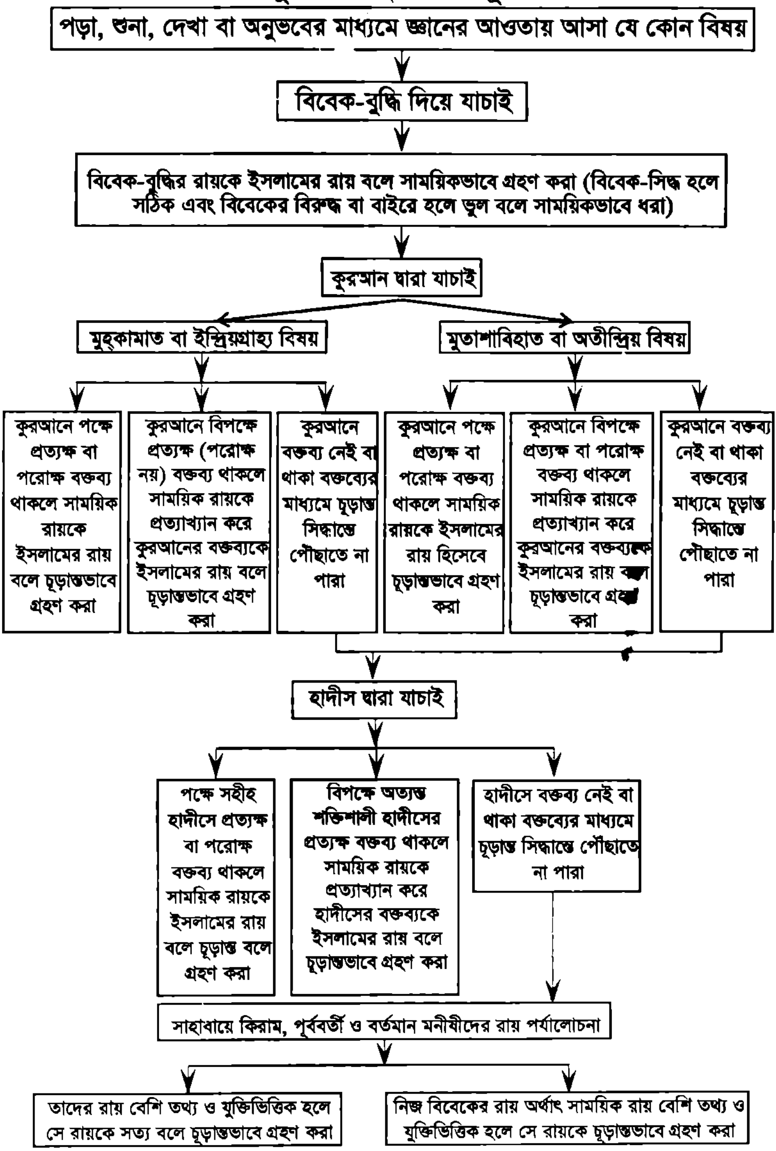

www.pathagar.com

মূল বিষয়

গুনাহ্ সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ধারণা হচ্ছে-বড় আমল (কবীরা আমল) ছাড়লে সব সময় বড় (কবীরা) গুনাহ। আর ছোট আমল (ছগীরা আমল) ছাড়লে সব সময় ছোট (ছগীরা) গুনাহ। কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির তথ্যের সাথে এ ধারণার ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। এ ভুল বা অসতর্ক ধারণার কারণে ব্যক্তি ও জাতি হিসেবে মুসলমানদের এবং সাধারণভাবে মানব সভ্যতার যে ক্ষতিগুলো হচ্ছে তা হল-

ক. একটি বড় আমল না করতে পারার কারণে বড় গুনাহ্গার বা গুনাহ্গার হওয়া থেকে বাচার জন্যে মহান আল্লাহ্ যে বিকল্প ব্যবস্থা রেখেছেন তার কল্যাণ থেকে অসংখ্য মুসলমান বঞ্চিত হচ্ছে।

খ. ছোট আমল ছেড়ে দেয়ার ধরণের ভিত্তিতে ব্যক্তিকে বড় গুণাহ্গার হিসেবে গণ্য হওয়া লাগতে পারে—বিষয়টি অগোচরে থাকার কারণে অসংখ্য মুসলমান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

গ. অসংখ্য মুসলমান বড় আমল না করতে পারার কারণে বড় গুনাহ্গার অবস্থায় জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু বিকল্প ব্যবস্থাটি জেনে তা যথাযথভাবে অনুসরণ করলে ব্যক্তি মুসলমান যেমন কল্যাণ প্রাপ্ত হত তেমনি আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য (আল্লাহর সন্তুটিকে সামনে রেখে কুরআন বর্ণিত সকল ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করার মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা) বাস্তবায়ন হওয়ার ফলে বিশ্বমানবতা কল্যাণপ্রাপ্ত হত। আর ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বাস্তব কল্যাণ দেখে দলে দলে মানুষ ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হত।

তাই গুনাহের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে ব্যাপকভাবে প্রচলিত অসতর্ক ধারণার ও তার অকল্যাণ থেকে ব্যক্তি, জাতি ও মানব সভ্যতাকে উদ্ধারের জন্যেই বর্তমান প্রচেষ্টা।

আমলে সালেহের সংজ্ঞা

ইসলামে করণীয় কাজ করা এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকাকে আমলে সালেহ বলে। সংক্ষেপে আমলে সালেহকে আমল বলা হয়।

মানুষের জীবনকে প্রকৃতভাবে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল করতে বড়-ছোট যত করণীয় ও নিষিদ্ধ কাজ আছে তার সবই আমলে সালেহের অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

আমলে সালেহের সাধারণ শ্রেণীবিভাগ

গুরুত্ব অনুযায়ী আমলে সালেহ প্রধানত দুভাগে বিভক্ত। যথা-

১. কবীরা (মৌলিক, বড়),

২. ছগীরা (অমৌলিক, ছোট)।

কবীরা আমল

এ হচ্ছে সে আমলগুলো যার একটিও বাদ গেলে একজন মুসলমানের পুরো জীবন ব্যর্থ হবে। কবীরা আমল আবার দুভাগে বিভক্ত। যথা-

১. প্রথম স্তরের কবীরা আমল

এ হচ্ছে সে আমলগুলো যার একটিও বাদ গেলে ব্যক্তির পুরো জীবন সরাসরি (Directly) ব্যর্থ হয়।

২. দ্বিতীয় স্তরের কবীরা আমল

এ হচ্ছে প্রথম স্তরের কবীরা আমলের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়গুলো। এর একটিও বাদ গেলে সংশ্লিষ্ট প্রথম স্তরের কবীরা আমলটি ব্যর্থ হয়। তাই এর ফলেও ব্যক্তির জীবন পুরো ব্যর্থ হয়। তবে সে ব্যর্থতা হবে পরোক্ষ (Indirect)।

ছগীরা আমল

এ হচ্ছে সে আমলগুলো যার সবকটিও বাদ গেলে ব্যক্তির জীবন ব্যর্থ হবে না। তবে তাতে কিছু অসম্পূর্ণতা থেকে যায়।

সওয়াবের সংজ্ঞা

সাধারণ ধারণা হচ্ছে আমলে সালেহ পালন করাকে সওয়াব বলে। কিন্তু ধারণাটি সঠিক নয়। প্রকৃত তথ্য হল আমলে সালেহ কয়েকটি শর্ত পূরণ করে পালন করাকে সওয়াব বলে। শর্তগুলো হচ্ছে-

১. আল্লাহর সন্তুষ্টি সর্বক্ষণ সামনে থাকা,

২. আমলে সালেহটির উদ্দেশ্য জানা এবং আমলটি করার মাধ্যমে সে উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে বা হবে কিনা তা সর্বক্ষণ খেয়াল রাখা,

৩. আমলে সালেহটির পাথেয়কে উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হিসেবে পালন করা,

৪. আল্লাহ ও রাসূল স. এর জানিয়ে দেয়া পদ্ধতি অনুসরণ করে আমলটি করা,

৫. আমলে সালেহটি ব্যাপক হলে-

ক. মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ না দেয়া,

খ. গুরুত্ব অনুযায়ী বিষয়গুলো আগে ও পরে করা,

www.pathagar.com

৬. আমলে সালেহটি আনুষ্ঠানিক হলে–

ক. আমলটি নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা মনে-প্রাণে গ্রহণ করা,

খ. সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করা।

(বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'পবিত্র কুরআন হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ইবাদাত কবুলের শর্তসমূহ' নামক বইটিতে)

গুনাহের সংজ্ঞা

আল্লাহ প্রদত্ত কয়েকটি শর্ত যথাযথভাবে পূরণ না করে আমলে সালেহ ছাড়াকে গুনাহ বলে। আর ঐ শর্তগুলো পূরণ করার ধরণের উপর ভিত্তি করে গুনাহ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। শর্তগুলো হলো-

১. ওজর তথা বাধ্য-বাধকতা (Excuse)

২. অনুশোচনা (Repentance)

৩. উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা

ওজর (Excuse) আমলে সালেহ ছাড়ার পর গুনাহ হওয়া না হওয়ার শর্ত হওয়ার প্রমাণ

বিবেক-বুদ্ধি

বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী নিষিদ্ধ কাজ করার পর অপরাধ হবে কি হবে না বা হলে কেমন ধরনের অপরাধ হবে তা নির্ধারণ করার জন্যে ওজর তথা বাধ্য-বাধকতা (Excuse) একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এজন্যেই নিজের জীবন বাঁচানোর জন্যে যদি কেউ অন্যকে হত্যা করে তবে তাতে অপরাধ ধরা হয় না এবং বিচারে তার শাস্তি হয় না।

সুতরাং বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ওজর আমলে সালেহ ছাড়ার পর গুনাহ হওয়া না হওয়া এবং হলে কী ধরনের গুনাহ হবে তা নির্ধারণের ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হওয়ার কথা।

আল-কুরআন

তথ্য-১

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ ج
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ط إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

অর্থ: তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শূকরের গোশত এবং সে সকল জীব যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। কিন্তু কেউ যদি কঠিন ঠেকায় পড়ে, আইন ভঙ্গ করার ইচ্ছা না রেখে এবং প্রয়োজন

www.pathagar.com

পরিমাণের সীমালংঘন না করে, তা হতে কিছু খায় তবে তার কোন গুনাহ্ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী (২, বাকারা : ১৭৩)

ব্যাখ্যাঃ মহান আল্লাহ্ এ আয়াতে প্রথমে জানিয়ে দিয়েছেন মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত, শূকর এবং যে সকল জীব আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকারো নামে জবেহ্ করা হয়েছে তার গোশত খাওয়া হারাম বা কবীরা গুনাহ্। তারপর জানিয়ে দিয়েছেন সে সকল শর্ত যা পুরণ করলে উল্লিখিত কবীরা (বড়) নিষিদ্ধ আমল করলে গুনাহ্ হবে না। শর্তগুলো হচ্ছে-

ক. কঠিন ঠেকা তথা কঠিন ওজর থাকা,

খ. আইন ভঙ্গ বা গুনাহ্ করার ইচ্ছা না থাকা। অর্থাৎ প্রচণ্ড অনিচ্ছা, দুঃখ, অনুশোচনা ইত্যাদি থাকা,

গ. যতটুকু না খেলে বা না করলে জীবন বাঁচে না ততটুকু খাওয়া।

অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ এখানে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন প্রচণ্ড তথা সমান গুরুত্ব বা পরিমানের ওজর ও অনুশোচনা থাকলে হারাম কাজ করলে তথা বড় আমল ছাড়লে গুনাহ্ হয় না। তাই এ তথ্যের আলোকে সহজে বলা যায় ওজর ও অনুশোচনা, আমল ছাড়ার পর গুনাহ্ হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে দুটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

তথ্য-২

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِيْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيْرُ.

অর্থঃ কোন মু'মিন যেন ঈমানদারদের পরিবর্তে কাফিরদের বন্ধু (পৃষ্ঠপোষক) হিসেবে গ্রহণ না করে। যে (মু'মিন) এরকম করবে, আল্লাহর সঙ্গে তার কোন (ঈমানের) সম্পর্ক থাকবে না। শুধু তারা ব্যতীত যারা অত্যাচার হতে বাঁচার জন্যে (বাহ্যত) এরকম আচরণ করে। (৩, আলে-ইমরান : ২৮)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ্ এখানে জানিয়ে দিয়েছেন যারা কাফিরদের বন্ধু (পৃষ্ঠপোষক) হিসেবে গ্রহণ করবে তাদের সাথে আল্লাহর ঈমানের সম্পর্ক থাকবে না। অর্থাৎ কাফিরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা অতীব বড় (কবীরা) ধরনের নিষিদ্ধ কাজ। তারপর আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন এ ধরনের বড় নিষিদ্ধ কাজ করে শুধু তারাই কবীরা গুনাহগার হওয়ার থেকে বাঁচতে পারবে যারা অত্যাচার থেকে জীবনে বাঁচার জন্যে তা করবে। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ এখানেও জানিয়ে দিয়েছেন যে,

www.pathagar.com

প্রচণ্ড তথা সমান গুরুত্বের ওজর বা বাধ্য-বাধকতা, বড় আমলে সালেহ ছাড়ার পর গুনাহ্ হওয়া বা না হওয়ার একটি শর্ত।

তথ্য-৩

وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِه فَأُولئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيْلٍ.

অর্থঃ আর যারা অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাদের কোনরূপ তিরস্কার করা যেতে পারে না। (৪২, শুরা : ৪১)

ব্যাখ্যাঃ অত্যাচার করা ইসলামে একটি বড় নিষিদ্ধ কাজ। এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ জানিয়েছেন অত্যাচারিত হয়ে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে যে অত্যাচার করে সে তিরস্কৃত তথা গুনাহ্গার হবে না অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ এখানেও জানিয়ে দিয়েছেন বড় ওজর, বড় আমল ছাড়ার পর গুনাহ্ হওয়া না হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

তথ্য-৪

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخنْزِيْرِ وَمَا أُهلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِه وَالْمُنْخَنقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ قف وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْأَزْلَامِ ط ذٰلكُمْ فسْقٌ ط اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ط الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ج فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ لا فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ.

অর্থঃ তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, (প্রবাহিত) রক্ত, শূকরের গোশত এবং সেই প্রাণী যা আল্লাহ্ ভিন্ন অপর কারো নামে জবেহ্ করা হয়েছে এবং যা গলায় ফাঁস পড়ে, আঘাত পেয়ে, উপর হতে পড়ে গিয়ে বা সংঘর্ষে পড়ে মারা গিয়েছে। আর যা কোন হিংস্র জন্তু ছিন্নভিন্ন করে মেরেছে, তবে এর মধ্যে যেটি মরার আগে জবেহ্ করা হয়েছে সেটি ব্যতীত। অথবা যা কোন আস্তানায় জবেহ্ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে পাশা খেলে নিজের ভাগ্য জানাও হারাম। এই সকল সম্পূর্ণ ফাসেকি। আজ কাফেরগণ তোমাদের দীন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়েছে। তাই তোমরা তাদের ভয় না করে আমাকে ভয় কর। আজ আমি তোমাদের দীনকে তোমাদের জন্যে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি এবং আমার নিয়ামতও

www.pathagar.com

তোমাদের জন্যে পূর্ণ করে দিয়েছি। আর তোমাদের জন্যে ইসলামকে দীন হিসেবে কবুল করে নিয়েছি। অবশ্য যদি কোন ব্যক্তি ক্ষুধার কারণে বাধ্য হয়ে, গুনাহ্ করার (আদেশ অমান্য করার) প্রবণতা (ইচ্ছা) ছাড়া ঐ ধরনের কিছু খায় বা করে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মাফকারী ও রহমত দানকারী। (৫, মায়েদা : ৩)

ব্যাখ্যাঃ এই আয়াতেকারীমার পূর্বের আয়াতখানিতে (২ নং আয়াত) মহান আল্লাহ্ ঈমানদারদের লক্ষ্য করে কিছু আদেশ (করণীয় বিষয়) এবং নিষেধ (নিষিদ্ধ বিষয়) জানিয়ে দিয়েছেন। যথা-

- ❑ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন না করা,
- ❑ হারাম মালসমূহের কোনটিকে হালাল করে না নেয়া,
- ❑ কোরবানির জন্তুর উপর হস্তক্ষেপ না করা,
- ❑ সে সব লোককে কোনরূপ কষ্ট না দেয়া যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে আল্লাহর ঘরে (কাবা ঘরে) যাচ্ছে,
- ❑ শত্রুদের মোকাবিলায় অবৈধ বাড়াবাড়ি না করা,
- ❑ ভাল কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করা,
- ❑ গুনাহের ও সীমা লংঘনের কাজে কাউকে একটুও সহযোগিতা না করা।

তারপর আলোচ্য আয়াতখানিতে মহান আল্লাহ্ সেই ঈমানদারদের লক্ষ্য করে আরো কিছু হারাম বিষয়ের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। বিষয়গুলো হল-

- ❑ মৃত জন্তু, (প্রবাহিত) রক্ত, শূকরের গোশত এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারো নামে জবেহ্ হয়েছে এমন কোন জন্তুর গোশত খাওয়া,
- ❑ গলায় ফাঁস পরে, আঘাত পেয়ে, উপর হতে পড়ে গিয়ে, হিংস্র জন্তু দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে মারা যাওয়া প্রাণী (মরার আগে জবেহ্ করা ব্যতীত) খাওয়া,
- ❑ গায়রুল্লাহ্র আস্তানায় জবেহ্ করা জন্তু খাওয়া,
- ❑ পাশা খেলার মাধ্যমে ভাগ্য জানা।

এরপর আল্লাহ্ বলেছেন ঐ সকল কাজ করা ফাসেকি। অর্থাৎ ঐ কাজ যারা করবে তারা ফাসেক তথা গুনাহগার মু'মিন বলে গণ্য হবে।

তারপর আল্লাহ্ বলেছেন, কাফেরদের ভয় না করে তাঁকে ভয় করতে। অর্থাৎ আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন নিষিদ্ধ কাজ করা এবং সিদ্ধ কাজ না করার ব্যাপারে কাফেরদের (শত্রুদের) ভয় না করে তাঁকে ভয় করতে।

অতঃপর আল্লাহ্ বলেছেন, তিনি এই আয়াতখানি নাযিলের দিন ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ বলেছেন, ঐ দিন কুরআন ও সুন্নাহের মাধ্যমে তিনি ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন তথা ইসলামের মৌলিক ও

www.pathagar.com

অমৌলিক সকল বিধি-বিধান জানিয়ে দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, এ আয়াতখানির পর রাসূল (সা.) অল্প কিছু দিনে বেঁচে ছিলেন এবং বিধি-বিধানসম্বলিত আর কোন কুরআনের আয়াত নাযিল হয় নাই। তাই পূর্বের অংশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সহজেই বলা যায়, আয়াতখানির এ অংশের মাধ্যমে আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন ইসলামের মৌলিক (কবীরা) ও অমৌলিক (ছগীরা) যে কোন সিদ্ধ আমলকে যে না করবে এবং নিষিদ্ধ আমল যে করবে সে গুনাহ্গার বলে গণ্য হবে।

এরপর আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ্ বলেছেন যারা বাধ্য হয়ে এবং গুনাহ্ করার ইচ্ছা ছাড়া অর্থাৎ অনুশোচনাসহ কোন আমল থেকে বিরত থাকবে তাদেরকে তিনি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। অর্থাৎ এখানেও আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন সমান গুরুত্বের ওজর ও অনুশোচনা, আমলে সালেহ ছাড়ার পর গুনাহ্ হওয়া না হওয়ার একটি শর্ত।

আল-হাদীস

তথ্য-১

عَنْ أَبِىْ سَعِيدِ خُدْرِىْ (رض) عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ. مسلم

অর্থ: আবু সাইদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ অন্যায় কাজ হতে দেখে সে যেন তা হাত দিয়ে বন্ধ করে। যদি ঐ ক্ষমতা না থাকে তবে সে যেন নিজ জিহ্বা দ্বারা তার প্রতিবাদ করে। আর যদি তার ঐ ক্ষমতাও না থাকে সে যেন নিজের অন্তরে তা ঘৃণা করে। আর এটা ঈমানের দুর্বলতম স্তর। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা: রাসূল (সা.) হাদীসখানির মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন অন্যায় হতে দেখলে প্রথমে হাত দিয়ে তা বন্ধ করতে হবে। সে ক্ষমতা না থাকলে অর্থাৎ ঐ ব্যাপারে ওজর থাকলে মুখ দিয়ে তার প্রতিবাদ করতে হবে। সে ক্ষমতাও না থাকলে অর্থাৎ মুখে প্রতিবাদ করার ব্যাপারেও ওজর থাকলে অন্তরে তা (অন্যায়কারী এবং অন্যায় কাজটিকে) ঘৃণা করতে হবে। আর অন্তরে ঘৃণা থাকা হল ঈমানের দুর্বলতম স্তর। অর্থাৎ যার অন্তরে ঘৃণা নাই তার ঈমান নাই।

তাই এ হাদীসের আলোকে বলা যায় ওজর ও ঘৃণা আমলে সালেহ্ ছেড়ে দেয়ার পর গুনাহ্ হওয়া না হওয়ার দুটি শর্ত।

www.pathagar.com

তথ্য-২

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي قَالَ فَلاَ تُعْطِه مَالَكَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي قَالَ قَاتِلْهُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي قَالَ فَأَنْتَ شَهِيدٌ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ قَالَ هُوَ فِي النَّارِ.

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! যদি কোন লোক আমার ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিতে আসে তাহলে সে ব্যাপারে আপনি কী বলেন? জবাব দিলেনঃ তোমার ধন-সম্পদ তাকে দিও না। ঐ ব্যক্তি আবার বলল, আপনি কী বলেন, যদি সে আমাকে সশস্ত্র আক্রমণ করে? জবাব দিলেনঃ তুমিও তাকে আক্রমণ করো। লোকটি বলল, আপনি কী বলেন, সে যদি আমাকে হত্যা করে? তিনি বলেনঃ তাহলে তুমি শহীদ। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, আর যদি আমি তাকে হত্যা করি তাহলে সে ক্ষেত্রে আপনি কী বলেন? জবাব দিলেনঃ তাহলে সে জাহান্নামে যাবে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসখানিতে রাসূল (সা.) এক ব্যক্তিকে বলেছেন কেউ যদি তাকে আক্রমন করতে আসে তবে সে তাকে আক্রমন করতে পারবে। আর কেউ যদি তাকে হত্যা করতে আসে তবে তাকে হত্যা করলে সে নয় হত্যা করতে আসা ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে। কাউকে আক্রমন করা বা হত্যা করা কবীরা গুনাহ্। কিন্তু এখানে হাদীসখানিতে দেখা যায় আক্রমন করতে আসা ব্যক্তিকে আক্রমন করলে বা হত্যা করতে আসা ব্যক্তিকে হত্যা করলে গুনাহ্ হয় না। অর্থাৎ সমান গুরুত্বের ওজরের কারণে নিষিদ্ধ কাজ করলে গুনাহ্ হয় না। তাই এ হাদীসখানির মাধ্যমেও জানা যায় সমান গুরুত্বের ওজর আমলে সালেহ ছাড়ার পর গুনাহ্ না হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

তথ্য-৩

হজরত ওমর (রা.) এর খেলাফাত কালে একসময় দুর্ভীক্ষ হয়। সে সময় পেটের দায়ে যারা চুরি করেছিল, শাস্তিস্বরূপ হাত কাটার ইসলামী নীতি (হদ) তিনি তাদের উপর প্রয়োগ করেননি। কারণ তাদের সমান গুরুত্বের ওজর ছিল। এখান থেকেও বোঝা যায় ওজর তথা বাধ্য-বাধকতা আমলে সালেহ ছাড়ার পর গুনাহ্ হওয়া না হওয়ার একটি শর্ত।

www.pathagar.com

❑❑ কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির উল্লিখিত তথ্যসমূহের আলোকে নিশ্চয়তাসহকারে বলা যায় ওজর (Excuse) বা বাধ্য-বাধকতা আমলে সালেহ ছাড়ার পর গুনাহ্ না হওয়ার একটি শর্ত।

অনুশোচনা (Repentance) আমলে সালেহ ছাড়ার পর গুনাহ হওয়া না হওয়ার শর্ত হওয়ার প্রমাণ

বিবেক-বুদ্ধি

অন্যায় কাজ করে কেউ যদি মনের থেকে দুঃখ প্রকাশ করে তবে সাধারণত তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। দুঃখ প্রকাশ হল মনে থাকা অনুশোচনার বহির্প্রকাশ। মহান আল্লাহ্ মানুষের চেয়ে অনেক বেশী দয়ালু ও ক্ষমাশীল। তাই বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী সহজেই বলা যায় যে, আমলে সালেহ্ ছাড়ার পর কেউ যদি মনের থেকে অনুশোচনা প্রকাশ করে তবে আল্লাহর সে গুনাহ্ মাফ করে দেয়ারই কথা। অর্থাৎ ইসলামে, অনুশোচনা, আমলে সালেহ ছাড়ার পর গুনাহ্ হওয়া না হওয়ার শর্ত হওয়ার কথা।

আল-কুরআন

তথ্য-১

مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِه إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُه مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

অর্থঃ (তার কোন গুনাহ্ নাই) যে ঈমান আনার পর জোর জবরদস্তির কারনে বাধ্য হয়ে কুফরী কথা বা কাজ করে, কিন্তু মনে তার ঈমান দৃঢ় থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি মনের সন্তোষসহকারে কুফরী কথা বা কাজ করে তার উপর আল্লাহ্র গযব বর্ষিত হবে। আর এ ধরনের ব্যক্তির জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(১৬, নাহাল : ১০৬)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ্ এখানে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন ওজরের কারণে মনে অনুশোচনাসহকারে কুফরী ধরনের গুনাহ্ করলেও তাতে গুনাহ্ ধরা হয় না। তবে মনের সন্তোষসহকারে তা করলে বড় গুনাহ্ হবে এবং ব্যক্তিকে তার জন্যে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

তাই এ আয়াত হতে স্পষ্ট জানা যায় যে 'অনুশোচনা' আমলে সালেহ্ ছেড়ে দেয়ার পর গুনাহ্ হওয়া না হওয়ার একটি শর্ত।

www.pathagar.com

তথ্য-২

পূর্বে উল্লিখিত (পৃষ্ঠা নং ১৮) সূরা বাকারার ১৭৩ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন যারা কঠিন ওজরের কারণে অনিচ্ছাসহকারে আয়াতে উল্লিখিত হারাম কাজগুলো করে তাদের কোন গুনাহ্ হবে না।

অনিচ্ছাসহকারে কথাটির অর্থ হল মনের অনুশোচনাসহকারে। তাই এ আয়াত হতেও বোঝা যায় 'অনুশোচনা' আমল ছেড়ে দেয়ার পর গুনাহ্ হওয়া না হওয়ার একটি শর্ত।

তথ্য-৩

পূর্বে উল্লিখিত (পৃষ্ঠা নং ২০) সূরা মায়েদার ৩ নং আয়াতের শেষে আল্লাহ্ বলেছেন যারা আয়াতে উল্লিখিত নিষিদ্ধ কাজগুলো বাধ্য হয়ে অনিচ্ছাসহকারে করে তাদের আল্লাহ্ মাফ করে দিবেন।

তাই এ আয়াতের মাধ্যমেও বোঝা যায় মনের অনুশোচনা আমলে সালেহ্ ছেড়ে দেয়ার পর গুনাহ্ হওয়া না হওয়ার একটি শর্ত।

আল–হাদীস

তথ্য-১

পূর্বে উল্লিখিত (পৃষ্ঠা নং ২২) ১ নং হাদীসখানির শেষে রাসূল (সা.) বলেছেন অন্যায় কাজ হতে দেখলে অন্যায়কারী এবং অন্যায় কাজটির প্রতি মনে ঘৃণা পোষণ করা ঈমানের দুর্বলতম স্তর। অর্থাৎ রাসূল (সা.) বলেছেন সামনে অন্যায় কাজ হতে দেখলে যার মনে ঘৃণাও সৃষ্টি হয় না তার ঈমান নেই।

ওজরের কারনে অন্যায়কারীকে প্রতিরোধ বা প্রতিবাদ করতে না পারলে মনে ঘৃনা করা কাজটির বিপরীত দিকের রূপ হল-ওজরের কারনে নিজে কোন অন্যায় কাজ করতে বাধ্য হলে মনে অনুশোচনা থাকা। তাহলে এ হাদীসখানির মাধ্যমে রাসূল স. জানিয়ে দিয়েছেন, 'অনুশোচনা' আমলে সালেহ্ ছাড়ার পর গুণাহ্ হওয়া না হওয়ার একটি শর্ত।

তথ্য-২

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلَى جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَنِ اقْلِبْ مَدِيْنَةَ كَذَا وَ كَذَا بِاَهْلِهَا فَقَالَ يَارَبِّ اِنَّ فِيْهِمْ عَبْدَكَ فُلاَنًا لَّمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ قَالَ اَقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَاِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِىْ سَاعَةٍ قَطُّ.

www.pathagar.com

অর্থঃ জাবের (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, মহাপরাক্রমশীল আল্লাহ জিব্রাইল (আ.)কে নির্দেশ দিলেন যে, অমুক শহরকে তার অধিবাসী সমেত উল্টিয়ে দাও। তিনি বললেন, হে রব, তাদের মধ্যে তো তোমার এক বান্দা আছে যে মুহূর্তের জন্যেও তোমার নাফরমানি করে নাই। রাসূল (সা.) বলেন, তখন আল্লাহ্ তায়ালা বললেন, তার ও অন্য সকলের উপরই শহরটিকে উল্টিয়ে দাও। কারণ, সম্মুখে পাপাচার হতে দেখে মুহূর্তের জন্যে তার চেহারা মলিন হয় নাই। (বায়হাকী, শো'য়াবুল ঈমান)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসখানিতে আল্লাহর নাফারমানি না করা মানুষটিকে শহর উল্টিয়ে শাস্তি দেয়ার কারণ হিসেবে মহান আল্লাহ্ যা জানিয়েছেন তা হল–সম্মুখে পাপাচার হতে দেখে মুহূর্তের জন্যে তার চেহারা মলিন না হওয়া। চেহারা মলিন হয় যদি মনে অনুশোচনা বা দুঃখ থাকে। অন্যায় হতে দেখলে তা বন্ধ করার ব্যাপারে ভূমিকা রাখা একটি বড় আমলে সালেহ্। তাই হাদীসখানি থেকে বুঝা যায় আমলে সালেহ্ ছাড়ার পর মনে অনুশোচনা না থাকলে গুনাহ্ (অপরাধ) হবে এবং সে জন্যে শাস্তি পেতে হবে। অর্থাৎ 'অনুশোচনা' আমলে সালেহ্ ছেড়ে দেয়ার পর গুনাহ্ হওয়া না হওয়ার একটি শর্ত।

❑❑ কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির উল্লিখিত তথ্যসমূহের আলোকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় 'অনুশোচনা' আমলে সালেহ্ ছেড়ে দেয়ার পর গুনাহ্ হওয়া না হওয়ার একটি শর্ত।

'উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা করা' আমলে সালেহ্ ছেড়ে দেয়ার পর গুনাহ্ হওয়া না হওয়ার শর্ত হওয়ার প্রমাণ

বিবেক-বুদ্ধি

যে ব্যক্তি ওজর তথা বাধ্য-বাধকতার কারণে মনে অনুশোচনাসহকারে কোন একটি কাজ করছে সে ঐ অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা অবশ্যই করবে। অন্যদিকে, যদি দেখা যায় এক ব্যক্তি কোন কাজ ইচ্ছা করে বা খুশী মনে করে যাচ্ছে তবে নিশ্চয়তাসহকারে বলা যায় যে কাজটি সে বাধ্য-বাধকতার কারণে করছে না এবং তার মনে কাজটি করার ব্যাপারে কোন অনুশোচনা নেই।

তাই বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ওজর ও অনুশোচনা যদি আমলে সলেহ্ ছেড়ে দেয়ার পর গুনাহ্ হওয়া না হওয়ার শর্ত হয়, তবে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাও তা হবে।

www.pathagar.com

তথ্য-১

إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلٰئِكَةُ ظَالِمِيْ أَنفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنتُمْ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْأَرْضِ ط قَالُوْا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ط فَأُولٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا. إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلاَ يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلاً.

অর্থ: নিজেদের আত্মার উপর যুলুম করে চলছিল এমন ব্যক্তিদের জান-কবয করতে আসা ফেরেশতাগণ জিজ্ঞাসা করলো, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বললো, আমরা দুনিয়ায় দুর্বল ছিলাম। ফেরেশতাগণ বললো, আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে তোমরা দেশ ছেড়ে সেখানে চলে যেতে? অতএব এদের পরিণতি জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত খারাপ স্থান। তবে ঐ সকল পুরুষ, স্ত্রী ও শিশু ব্যতীত যারা প্রকৃতই অসহায় ছিল এবং অন্যত্র চলে যাওয়ার উপায় ছিল না এবং তাদের পথও জানা ছিল না। (৪, নিসা : ৯৭, ৯৮)

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ এখানে ঐ সকল ব্যক্তির ব্যাপারে বক্তব্য রেখেছেন বা আলোচনা করেছেন যারা আত্মার উপর অত্যাচার করে অর্থাৎ আত্মাকে কষ্ট দিয়ে নিজ জন্মভূমিতে বা কোন স্থানে বসবাস করে। আর সহজ বোধগম্য করার জন্যে তিনি বিষয়টি জান-কবয করা ফেরেশতা ও ঐ ধরনের মানুষের মধ্যে কথোপকথনের আকারে উপস্থাপন করেছেন।

আত্মাকে যুলুম করে বা কষ্ট দিয়ে কোন স্থানে থাকার অর্থ হচ্ছে মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধ কাজ বা বিষয় সহ্য করে কোন স্থানে থাকা। যাদের মনে ঈমান আছে, তাদের, যে স্থান বা দেশে ইসলাম কায়েম তথা শাসন ক্ষমতায় নেই সেখানে থাকতে হলে, ইসলাম বিরুদ্ধ অর্থাৎ ঈমানের দাবি বিরুদ্ধ এমন অনেক কাজ করতে হয় বা এমন অনেক বিষয় সহ্য করতে হয়, যা তাদের মন চায় না। অর্থাৎ মনে অনুশোচনা, দুঃখ বা বেদনা নিয়ে তারা সেই কাজগুলো করে বা সেই বিষয়গুলো সহ্য করে ঐ স্থানে থাকে।

ঈমানদার তথা মু'মিনগণ মনে কষ্ট নিয়ে যে কাজ করে তা হচ্ছে ঈমান বিরুদ্ধ তথা গুনাহের কাজ। তাই নিজ দেশে যেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নেই সেখানে মনকে কষ্ট দিয়ে থাকার অর্থ হচ্ছে, গুনাহের কাজ করে যেতে থাকা।

www.pathagar.com

যে স্থানে বা দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নেই সেখানে থাকার দরুন গুনাহের কাজ করা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে একজন মু'মিনের সামনে মাত্র দুটি পথ থাকে। যথা-

ক. ঐ স্থানে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত তথা শাসন ক্ষমতায় বসিয়ে ফেলা বা বসানোর চেষ্টা করা।

খ. যে স্থান বা দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত আছে হিজরত করে সেখানে চলে যাওয়া।

এটি সহজ বোধগম্য যে, প্রথমে নিজ দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। কোন মতেই তা সম্ভব না হলে হিজরত করে যেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত আছে, সম্ভব হলে সেখানে চলে যেতে হবে। রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)-এর সুন্নাহ্ বা জীবনচরিতও তাই। নবুওয়াতের প্রথম ১৩টি বছর তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন নিজ দেশে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা তথা শাসন ক্ষমতায় বসানোর জন্যে। সেটি যখন কোন মতেই সম্ভব হল না, তখন তিনি হিজরত করে অন্যত্র অর্থাৎ মদিনায় চলে যান।

আলোচ্য আয়াতের প্রথমে মনে কষ্ট নিয়ে গুনাহের কাজ করে নিজ দেশে থাকা মু'মিনদের ফেরেশতারা যখন জিজ্ঞাসা করেছেন তোমরা কী অবস্থায় নিজ দেশে ছিলে? উত্তরে তারা বলেছে, তারা দুর্বল ছিল। এ উত্তর শোনার পর ফেরেশতারা বলেছেন তাহলে তারা হিজরত করে, অন্যত্র চলে যায়নি কেন? তারপর ফেরেশতারা হিজরত না করার কারণে তাদের দোযখের শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন। আর সব শেষে ফেরেশতারা জানিয়ে দিয়েছেন ঐ শাস্তি থেকে শুধু ঐ সকল মানুষ রেহাই পাবে অর্থাৎ ঐ সব মানুষের ঐ দেশে থাকার জন্যে গুনাহ্ হবে না যাদের হিজরত করার জন্যে কোন প্রকার উপায়-উপকরণ ছিল না।

এ কথোপকথন থেকে তাই সহজে বুঝা যায়, মনে কষ্ট নিয়ে গুনাহের কাজ করে নিজ দেশে থাকা মু'মিনদের নিকট ফেরেশতারা প্রথমে জিজ্ঞাসা করেছিল ঐভাবে গুনাহ্ করা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে তারা তাদের দেশে ইসলামকে প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল কিনা। উত্তরে ঐ লোকেরা বলেছিল, তারা দুর্বল ছিল অর্থাৎ তাদের কিছু ওজর ছিল তাই তারা তা করতে পারে নাই বা যথাযথভাবে করতে পারে নাই। এরপর ফেরেশতারা তাদের বলেছে, তাহলে তাদের হিজরত করে অন্যত্র চলে যাওয়ার দরকার ছিল। আর যেহেতু তাদের ঐ কাজ ছাড়ার দরুন বড় গুনাহগার না হওয়ার স্তরে পড়ার মত সহায়-সম্বলহীন অবস্থা ছিল না, তাই তাদের দোযখে যেতে হবে।

www.pathagar.com

এ আয়াত দু'টি থেকে তাই সহজে বোঝা যায়, যে অবস্থার কারণে ব্যক্তি গুনাহের কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে সে অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা না করলে, ব্যক্তি ঐ গুনাহের কাজ করার জন্যে গুনাহগার হবে বা শাস্তি পাবে। সুতরাং এ আয়াতদু'খানি থেকে বুঝা যায়, উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা আমলে সালেহ ছেড়ে দেয়ার পর গুনাহ হওয়া না হওয়ার একটি শর্ত।

আল-হাদীস

রাসূল (সা.) পুরোজীবন মক্কা শরীফে থেকে ইসলাম পালন করে যেতে পারতেন। কিন্তু যেহেতু মক্কায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ইসলাম পালন করা সম্ভব হচ্ছিল না তাই তিনি আল্লাহর নির্দেশে মদিনায় হিজরত করে চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানে যেয়ে প্রথমেই একটি ছোট্ট ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ইসলাম পালনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

তাই রাসূল স. এর সুন্নাহ থেকেও বুঝা যায় যে, আমলে সালেহ ছাড়ার পর গুনাহ হওয়া না হওয়ার একটি শর্ত হচ্ছে যে অবস্থার কারণে গুনাহের কাজ করতে ব্যক্তি বাধ্য হচ্ছে সে অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা করা।

❑❑ কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির উল্লিখিত তথ্য হতে সহজে বুঝা যায় উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা, আমলে সালেহ ছেড়ে দেয়ার পর গুনাহ হওয়া না হওয়ার একটি শর্ত। আর সবচেয়ে বেশী ক্ষেত্রে প্রযোজ্য উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাটি হবে নিজ দেশে ইসলামকে বিজয়ী তথা শাসন ক্ষমতায় বসানোর চেষ্টা। কারণ যেখানে বা যে দেশে অনৈসলামী শাসনব্যবস্থা চালু আছে সেখানে মানুষের জীবনের সকল বিভাগে অনৈসলামিক আইন-কানুন বা বিধি-বিধান চালু থাকে। ঐ আইন-কানুন, মনে না চাইলেও সকলকে বাধ্যমূলকভাবে মেনে চলতে হয়।

যে ধরনের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা উপস্থিত থাকলে আমলে সালেহ ছাড়ার পর গুনাহ হয় না

বিবেক-বুদ্ধি

বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী সমান গুরুত্বের ওজর ও অনুশোচনাসহকারে কোন নিষিদ্ধ কাজ করলে ব্যক্তির অপরাধ হয় না। আর এজন্যে বিচারে তার শাস্তিও হয় না। যেমন, কেউ যদি নিজের জীবন বাঁচানোর জন্যে বাধ্য হয়ে অন্য কাউকে হত্যা করে তবে তার শাস্তি হয় না। কারণ হত্যাস্বরূপ নিষিদ্ধ কাজটি সে সমান গুরুত্বের ওজরের কারণে করেছে।

www.pathagar.com

আল-কুরআন

পূর্বে উল্লিখিত আল-কুরআনের যে সকল আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ জানিয়েছেন যে, ওজর অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ নিষিদ্ধ কাজ কারলে তথা আমলে সালেহ ছেড়ে দিলে গুনাহ হয় না, সেখানে ওজরগুলো ছেড়ে দেয়া আমলগুলোর সমান গুরুত্বের ছিল। তাই ঐ সকল আয়াত হতে জানা যায়, ছেড়ে দেয়া আমলটির সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকলে গুনাহ হয় না।

আল—হাদীস

২২ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হাদীসখানির মাধ্যমে জানা যায় সমান গুরুত্বের ওজরের কারণে সামনে অন্যায় কাজ হতে দেখার পর হাত দিয়ে তা প্রতিরোধ বা মুখ দিয়ে তার প্রতিবাদ করতে না পারাকে রাসূল স. গুনাহের কাজ বলেননি। অর্থাৎ সমান গুরুত্বের ওজরের কারণে আমলে সালেহ ছাড়লে গুনাহ হয় না।

❑❑ কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী তাই সহজেই বলা যায় সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা সহ আমলে সালেহ ছাড়লে গুনাহ হয় না। অর্থাৎ-

- ✪ কবীরা (বড়, মৌলিক) আমল জীবন বাঁচানো বা বড় ওজর এবং প্রচণ্ড অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ ছাড়লে গুনাহ হয় না।
- ✪ ছগীরা (ছোট, অমৌলিক) আমল ছোট, অল্প বা কিছু না কিছু ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ ছাড়লে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গুনাহ হয় না। কারণ, ঐ অল্প ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছেড়ে দেয়া আমলটির গুরুত্বের সমান হয়ে যাবে।

ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ব্যতীত আমলে সালেহ ছাড়লে যে ধরনের গুনাহ হয়

বিবেক-বুদ্ধি

যে ব্যক্তি কোন বিষয় মনে প্রাণে বিশ্বাস করে তা তার কাজে অবশ্যই প্রকাশ পাবে। তাই যদি দেখা যায় ব্যক্তিটি ঐ বিষয়ের বিপরীত কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে, খুশী মনে বা কোন ধরনের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া করছে, তবে সহজেই বলা যায় যে ব্যক্তি ঐ বিষয়টি মনে প্রাণে বিশ্বাস করে না।

বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী তাই কোন ঈমানের দাবিদার ব্যক্তিকে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে, খুশী মনে তথা কোন ধরনের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া ঈমানের দাবী বিরুদ্ধ কোন কথা বলতে বা কাজ করতে দেখা যায় তবে সহজেই বলা যাবে যে, ব্যক্তিটি মুখে ঈমানের দাবী করলেও

www.pathagar.com

অন্তরে ঈমান আনেনি। অর্থাৎ সে মুনাফিক। অন্য কথায় বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী কোন ধরনের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ব্যতীত আমলে সালেহ ছাড়লে কুফরীর গুনাহ্ হওয়ার কথা।

আল–কুরআন

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

অর্থঃ (তার কোন গুনাহ্ নাই) যে ঈমান আনার পর জোর জবরদস্তির কারনে বাধ্য হয়ে কুফরী কথা বা কাজ করে, কিন্তু মনে তার ঈমান দৃঢ় থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি মনের সন্তোষসহকারে কুফরী কথা বা কাজ করে তার উপর আল্লাহ্র গযব বর্ষিত হবে। আর এ ধরনের ব্যক্তির জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(১৬, নাহাল:১০৬)

ব্যাখ্যাঃ মহান আল্লাহ্ এখানে প্রথমে জানিয়েছেন যে, অন্তরে ঈমান দৃঢ় রেখে প্রচণ্ড ওজরের (Excuse) কারণে যে কুফরী কথা বলে বা কাজ করে তার কোন গুনাহ্ হবে না। এরপর আল্লাহ্ বলেছেন যে মনের সন্তোষসহকারে অর্থাৎ কোন ধরনের ওজর, অনুশোচনা ব্যতীত কুফরী কথা বলে বা কাজ করে তার কঠিনতম শাস্তি হবে। কারণ এতে তার কুফরীর গুনাহ্ হবে।

তথ্য–২

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُّتْرَكُوا أَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ.

অর্থঃ মানুষেরা কি মনে করেছে যে, ঈমান এনেছি এ কথাটি বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে এবং তাদের পরীক্ষা করা হবে না? অথচ তাদের পূর্বে যারা দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছে, তাদের সকলকেই আমি (আমলের মাধ্যমে) পরীক্ষা করেছি। আল্লাহকে তো অবশ্যই (আমলের মাধ্যমে) পরীক্ষা নিতে হবে, কে (ঈমানের ব্যাপারে) সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী। (২৯, আন-কাবুত:২)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ্ এখানে উদাহরণের মাধ্যমে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, কালেমা তৈয়্যেবা মুখে উচ্চারণ করার মাধ্যমে ঈমানের দাবিদার সকলকে কাজের মাধ্যমে পরীক্ষা দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে, সে ঈমান আনার ব্যাপারে সত্যবাদী। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ব্যতীত ঈমানের দাবী করা বড়-ছোট কোন আমল ছেড়ে দিবে সে ঈমানের দাবীর ব্যাপারে মিথ্যাবাদী তথা মুনাফিক বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ এতে কুফরীর গুনাহ্ হবে।

www.pathagar.com

তথ্য-৩

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ أٰمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيْنَ ج وَآتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ لا وَالسَّائِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ ط وَأَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ج وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوْا ج وَالصَّابِرِيْنَ فِي الْبَأْسَاءِ ط وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ أُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ط وَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ.

অর্থ: তোমরা মুখ পূর্ব দিক করলে না পশ্চিম দিক করলে, এটি কোন সওয়াবের (কল্যাণের) কাজ নয়। বরং কল্যাণের কাজ সেই করে যে আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীদের বিশ্বাস করে। আর শুধু আল্লাহর ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ধন-সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, মিসকিন, পথিক, সাহায্যপ্রার্থী ও ক্রীতদাস মুক্তির জন্যে ব্যয় করে এবং নামাজ কায়েম করে, জাকাত আদায় করে, ওয়াদা করলে তা পূরণ করে, দরিদ্র্যতা, বিপদ-আপদ ও হক-বাতিলের দ্বন্দ্বের সময় হকের পক্ষে ধৈর্য ধারণ করে। এরাই (ঈমানের ব্যাপারে) সত্যবাদী এবং এরাই মুত্তাকী। (২, বাকারা : ১৭৭)

ব্যাখ্যা: আয়াতেকারীমাটিতে মহান আল্লাহ প্রথমে বলেছেন, নামাজের সময় মুখ পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফেরানো অর্থাৎ শুধু অনুষ্ঠান করার মধ্যে কোন সওয়াব নেই। এরপর তিনি যে সকল কাজে সওয়াব আছে, তার কয়েকটির নাম উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হচ্ছে-

ক. আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীদের প্রতি ঈমান আনা,
খ. শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে ধন-সম্পদ গরিব আত্মীয়-স্বজন, মিসকিন, পথিক, সাহায্যপ্রার্থী ও ক্রীতদাস মুক্তির জন্যে ব্যয় করা,
গ. নামাজ কায়েম করা,
ঘ. জাকাত আদায় করা,
ঙ. ওয়াদা করলে তা পূরণ করা এবং
চ. দারিদ্র, বিপদ-আপদ ও হক-বাতিলের দ্বন্দ্বের সময় হকের পক্ষে ধৈর্য ধারণ করা অর্থাৎ দৃঢ়পদে দাঁড়িয়ে থাকা।

আয়াতখানির শেষে আল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তিরা খ, গ, ঘ, ঙ ও চ বিভাগের কাজগুলি করে, তারাই শুধু ঈমান আনা দাবির ব্যাপারে সত্যবাদী এবং মুত্তাকী।

www.pathagar.com

কারণ ঐ সকল কাজগুলো (আমলগুলো) ঈমানের দাবীর মধ্যে পড়ে। অর্থাৎ ঐ সকল আমল তথা ঈমানের দাবীর মধ্যে পড়ে এমন যেকোন আমল, কোন ধরনের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ব্যতিত ছেড়ে দিলে প্রমাণিত হবে, ব্যক্তি ঈমানের দাবীর ব্যাপারে সত্যবাদী নয় অর্থাৎ সে মুনাফিক। এখান থেকেও তাই বুঝা যায় কোন প্রকার ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ব্যতীত ইসলামের বড়-ছোট যেকোন আমল ছাড়লে কুফরীর গুণাহ হবে।

আল-হাদীস

তথ্য-১

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى .بخارى

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, আমার সকল উম্মত বেহেশতবাসী হবে শুধু যে অস্বীকার করে সে ব্যতীত। জিজ্ঞাসা করা হল, কে অস্বীকারকারী হে রাসূল (সা.)? উত্তরে তিনি বললেন-যে আমার অনুসরণ করবে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে, আর যে আমাকে অনুসরণ করল না সেই অস্বীকার করল। (বুখারী)

ব্যাখ্যা: রাসূল (সা.) এ হাদীসটিতে প্রথমে বলেছেন, তাঁকে অস্বীকারকারীরা ছাড়া অন্য সকলে বেহেশতে যাবে। পরে অস্বীকারকারী কারা তা বুঝাতে যেয়ে বলেছেন, যে (ইচ্ছাকৃতভাবে) তাঁকে অনুসরণ করে না সেই তাঁকে অস্বীকারকারী।

রাসূলকে (সা.) অস্বীকার অর্থ রাসূলের সুন্নাহকে অস্বীকার করা। হাদীসটি ব্যাখ্যা করে তাই এ কথাটি সহজে বলা যায় যে, রাসূল (সা.) এখানে বলেছেন-যারা তাঁর একটিও সুন্নাহ তথা একটিও আমলে সালেহ ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশীমনে তথা কোনরকম ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া অমান্য করবে তারা ইসলামকে অস্বীকারকারী তথা কাফির বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ তাদের কুফরীর গুনাহ হবে।

তথ্য-২

وَعَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنُ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِه.

www.pathagar.com

অর্থ: আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের খেয়াল-খুশিকে আমার আনীত বিধি-বিধানের অধীন না করে। (মেশকাত)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানি থেকে বুঝা যায় রাসূল (সা.)-এর কোন সুন্নাহ তা সে যত ছোট হোক না কেন জেনে-শুনে খুশী মনে অমান্য করা যাবে না। তা করলে সেটি রাসূল (সা.) কে অস্বীকার করা তথা কুফরীর গুনাহ হবে। এ হাদীস থেকেও তাই বুঝা যায় আমলে সালেহ কোন ধরনের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া ত্যাগ করা কুফরীর গুনাহ।

তথ্য-৩

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا خَطَبَنَا نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ قَالَ لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ .

অর্থ: আনাস (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) আমাদের এমন নসিহত খুব কমই করেছেন, যার ভিতর তিনি এ কথা বলেননি যে, খিয়ানতকারীর ঈমান নেই এবং ওয়াদা ভঙ্গকারীর দীন নেই। (আহমাদ, বায়হাকী)

ব্যাখ্যা: খিয়ানত করা ঈমানের দাবির বিরুদ্ধ একটি কাজ। তাই হাদীসখানিতে রাসূল (সা.) (ইচ্ছাকৃতভাবে বা কোন রকম ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া) খিয়ানতকারীর ঈমান নেই তথা তাকে মুনাফিক বলে ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ এতে কুফরীর গুনাহ হবে।

তথ্য-৪

ক.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ (زَادَ الْمُسْلِمُ وَإِنْ صَامَ وَ صَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ) إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ .(بخارى،مسلم)

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি (মুসলিম শরীফে অতিরিক্তভাবে যোগ করা হয়েছে-সে যদি সালাত, সওম আদায় করে এবং নিজেকে মুসলিম বলে মনে করে তবুও): সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং আমানত রাখলে খিয়ানত করে।

(বুখারী, মুসলিম)

www.pathagar.com

খ.

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

অর্থ: আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, চারটি স্বভাব যার মধ্যে পাওয়া যাবে, সে পুরোপুরি মুনাফিক। আর যার মধ্যে তার একটি পাওয়া যাবে, তার মধ্যে মুনাফিকির একটি স্বভাব অবশ্যই আছে, যদি সে তা পরিত্যাগ না করে। সে চারটি স্বভাব হচ্ছে-আমানত রাখা হলে সে বিশ্বাস ভঙ্গ করে, কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করার পর তা ভঙ্গ করে এবং যখন ঝগড়া-লড়াই করে তখন নৈতিকতা ও বিশ্বাস পরায়ণতার সীমা লংঘন করে।

(বুখারী, মুসলিম)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা: হাদীস দু'খানিতে উল্লিখিত প্রত্যেকটি বিষয় ইসলামের একটি আমলে সালেহ। তাই হাদীস দু'খানির আলোকে নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায়, রাসূল (সা.) স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, যারা ঐ বিষয়গুলোসহ ইসলামের যে কোন একটি আমলে সালেহ ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে তথা কোন রকম ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ব্যতীত ছেড়ে দিবে তারা কাফির বা মুনাফিক বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ এতে কুফরীর গুনাহ হবে।

❑❑ কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির উল্লিখিত তথ্যসমূহের আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় বড়-ছোট যে কোন আমলে সালেহ ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ব্যতীত ছাড়লে কুফরীর গুনাহ হবে।

সমানের চেয়ে কম গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ আমলে সালেহ ছাড়লে যে ধরনের গুনাহ হয়

বিবেক-বুদ্ধি

পূর্বের আলোচনা হতে আমরা নিশ্চিতভাবে জেনেছি সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ আমলে সালেহ ছাড়লে কোন গুনাহ হয় না এবং কোন ধরনের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ব্যতীত আমলে সালেহ ছাড়লে কুফরীর গুনাহ হয়।

www.pathagar.com

তাহলে সহজেই বলা যায় যে, সমানের চেয়ে কম গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ আমলে সালেহ ছাড়লে গুণাহ হবে এবং সে গুনার ধরণ নির্ভর করবে ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টার গুরুত্ব বা পরিমাণের উপর। অর্থাৎ-

১. প্রায় সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ আমল ছাড়লে ছগীরা গুনাহ হবে। এ অবস্থা বড় বা ছোট উভয় আমলের বেলায় হতে পারে। তবে অল্প গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছোট (ছগীরা) আমলের গুরুত্বের সমান হয়ে যায়। এজন্যে অল্প গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ ছোট আমল ছাড়লে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গুনাহ হবে না।

২. মধ্যম গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ আমলে সালেহ ছাড়লে মধ্যম (না ছগীরা না কবীরা) গুনাহ হবে। এ অবস্থা শুধু বড় আমলের বেলায় হবে।

৩. প্রায় না থাকার মত গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ আমলে সালেহ ছাড়লে কবীরা বা বড় (কুফরী ব্যতীত) গুনাহ হবে। এ অবস্থাটিও শুধু বড় আমলের বেলায় ঘটবে।

আল-কুরআন

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً ۙ أُولٰئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ.

অর্থ: নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন তা গোপন করে এবং বিনিময়ে অল্পকিছু ক্রয় করে (গ্রহণ করে বা পায়), তারা তাদের পেট শুধু আগুন দিয়ে ভরল। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্র (গুনাহমুক্ত) করবেন না। তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(২, বাকারা : ১৭৪)

ব্যাখ্যা: আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনের বক্তব্য গোপন করার অর্থ হচ্ছে কুরআনের বক্তব্য, কথা বা কাজের মাধ্যমে অপরকে না জানানো। কুরআনের বক্তব্য কথা বা কাজের মাধ্যমে অপরকে জানানো একটি বড় আমলে সালেহ। আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তাই সরাসরিভাবে বলেছেন, যে সকল (মু'মিন) ব্যক্তি অল্পকিছু ক্রয় করা বা

www.pathagar.com

পাওয়ার বিনিময়ে কুরআনের বক্তব্য, কথা ও কাজের মাধ্যমে অপরকে জানাবে না অর্থাৎ বড় একটি আমল ছেড়ে দিবে, পরকালে তাদের কঠিন শাস্তি পেতে হবে। বড় গুনাহ হয় বলেই ঐ ধরনের আচরণে তাদের কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।

আয়াতে কারীমার অসতর্ক ব্যাখ্যাঃ আয়াতেকারীমার ব্যাখ্যায় যদি বলা হয় কুরআনের বক্তব্য গোপণ করা তথা বড় একটি আমল ছেড়ে দিয়ে অল্পকিছু পার্থিব স্বার্থ গ্রহণ করা মু'মিন ব্যক্তিদের কঠিন শাস্তি পেতে হবে; তবে বিপরীত দিকের যে তথ্যটি বের হয়ে আসে তা হচ্ছে– বড় আমল বড় পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে ছাড়লে শাস্তি হবে না বা অল্প শাস্তি হবে। এটি সম্পূর্ণ ইসলাম বিরুদ্ধ তথ্য হবে। তাই আয়াতে কারীমার এ ধরনের ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হতেই পারে না।

আয়াতে কারীমার প্রকৃত ব্যাখ্যাঃ ক্ষতি এড়ানোটাও একধরনের পাওয়া বা অর্জন। ওজরের কারণে কোন বিষয় ছেড়ে দেয়ার অর্থ হল ক্ষতি এড়ানোর জন্যে বিষয়টি ছেড়ে দেয়া। আর ছোট বা বড় ক্ষতি এড়ানোর জন্যে ছেড়ে দেয়ার অর্থ হচ্ছে ছোট বা বড় ওজরের কারণে ছেড়ে দেয়া।

মহান আল্লাহ তাই আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন, যে সকল মু'মিন ছোট ওজরের জন্যে, জানার পর কুরআনের বক্তব্য গোপন করার ন্যায় বড় আমলে সালেহ ছেড়ে দিবে, তাকে পরকালে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। এটিতে বড় গুনাহ হয় বলেই আল্লাহ তাকে কঠিন শাস্তি দিবেন।

তাহলে আল্লাহ এখানে জানিয়ে দিয়েছেন ছোট ওজরের কারণে বড় আমলে সালেহ ছেড়ে দিলে কবীরা গুনাহ হবে। সুতরাং আয়াতের আলোকে এটিও বলা যায় যে, মধ্যম ওজরের কারণে বড় আমল ছেড়ে দিলে মধ্যম গুনাহ এবং প্রায় সমান গুরুত্বের ওজরের কারণে বড় আমল ছেড়ে দিলে ছগীরা গুনাহ হবে।

ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা এবং আমলে সালেহ ছাড়ার সাথে গুনাহ হওয়া না হওয়ার সারসংক্ষেপ

১. সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ বড়-ছোট যে কোন আমলে সালেহ ছাড়লে কোন গুনাহ হবে না।

২. কোন ধরনের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া তথা ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশীমনে বড়-ছোট যে কোন আমলে সালেহ ছাড়লে কুফরীর গুনাহ হবে।

৩. প্রায় সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ বড় বা ছোট আমল ছাড়লে ছগীরা (ছোট) গুনাহ হবে।

www.pathagar.com

৪. প্রায় না থাকার মত ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ বড় আমল ছাড়লে কুফরী নয় এমন কবীরা গুনাহ্ হবে।

৫. মধ্যম-গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ বড় আমল ছাড়লে মধ্যম (না কবীরা না ছগীরা) গুনাহ্ হবে।

বড়, মৌলিক বা কবীরা আমলে সালেহ্ ছাড়ার পর যে সকল ধরণের গুনাহ্ হওয়া সম্ভব

এ পর্যন্তকার আলোচনার পর সহজেই বলা যায় যে, ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার ধরণের ভিত্তিতে বড় আমল ছেড়ে দেয়ার পর নিম্নোক্ত ধরণের গুনাহ্সমূহ হওয়া সম্ভব-

১. প্রায় সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ ছাড়লে ছগীরা গুনাহ্ হবে।

২. মধ্যম ধরনের গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ ছাড়লে মধ্যম (না ছগীরা না কবীরা) গুনাহ্ হবে।

৩. প্রায় না থাকার মত গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ ছাড়লে কুফরী নয় এমন কবীরা গুনাহ্ হবে।

৪. কোন ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া ছাড়লে কুফরীর গুনাহ্ হবে।

ছোট, অমৌলিক বা ছগীরা আমলে সালেহ্ ছাড়ার পর যে ধরনের গুনাহ্ হওয়া সম্ভব

১. কোন ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে, খুশীমনে ছেড়ে দিলে কুফরীর গুনাহ্ হবে।

২. ওজর অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা যদি এত অল্প গুরুত্ব বা পরিমানের হয় যা ছোট আমলটির গুরুত্বের সমান না হয়ে প্রায় সমান হয়, তবে তাতে ছগীরা গুনাহ্ হবে।

মধ্যম গুনাহের ব্যাপারে কুরআনে তথ্য

'মধ্যম গুনাহ্ শব্দটি মুসলিম সমাজে সাধারণভাবে চালু নেই তবে এ তথ্যটি মহান আল্লাহ্ আল-কুরআনে এভাবে উল্লেখ করেছেন-

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا.

www.pathagar.com

অর্থ: আর এভাবেই আমি তোমাদের (মুসলমানদের) একটি মধ্যমপন্থা অনুসারী উম্মাহ্ (জাতি) বানিয়েছি, যেন, তোমরা দুনিয়ার লোকদের জন্যে সাক্ষী হও। আর রাসূল সাক্ষী হয় তোমাদের জনে (২, বাকারাহ : ১৪৩)

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ্ এখানে মুসলমানদের মধ্যমপন্থি জাতি বলেছেন এবং এই মধ্যমপন্থি হয়ে দুনিয়ার মানুষের জন্যে সাক্ষ্য তথা দৃষ্টান্ত হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে বলেছেন। লক্ষ্যনীয় হল এখানে আল্লাহ্ মধ্যপন্থি কথা অনির্দিষ্টভাবে (Nonspecific) উল্লেখ করেছেন। তাই এটি জীবনের সকলক্ষেত্রে প্রয়োগ হবে বা হতে পারে। অর্থাৎ মুসলমানগণের নেক্কার বা গুনাহ্গার হওয়া তথা সওয়াব ও গুনাহের ব্যাপারেও বক্তব্যটি প্রয়োগ হবে। মধ্যম ধরণের সওয়াব ও মধ্যম ধরনের গুনাহ্ যারা করবে তারাই মধ্যম ধরণের নেক্কার ও মধ্যম ধরণের গুনাহ্গার বলে গণ্য হবে। এটিই স্বাভাবিক। তাই এ আয়াতে কারীমার আলোকে বলা যায় ইসলামে মধ্যম গুনাহ্ এবং মধ্যম গুনাহ্গার কথাটি আছে।

মহান আল্লাহর মধ্যম মানের নেক্কার হিসেবে দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়াতে বলা কথাটির ব্যাখ্যা এটি হবে না যে, মধ্যম ধরনের নেককার বা মধ্যম ধরনের গুনাহ্গারের বাইরে কোন মুসলমান যাবে না বা হবে না। ইসলাম বাস্তবতার জীবনব্যবস্থা। তাই বাস্তবে যা হবে ইসলাম সেটিই বলে। বিভিন্ন মানের (Grade) নেককার বা গুনাহ্গার হওয়ার যে শর্ত আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন সে শর্তপূরণ করে বাস্তবে অধিকাংশ মুসলমান মধ্যম ধরনের নেককার বা গুনাহ্গারের পর্যায়ে থাকবে বা থাকতে পারবে। তাই আল্লাহ্ মুসলমানদের মধ্যপন্থী জাতি বলেছেন। তবে কিছু মুসলমান উচ্চ ধরনের নেককার এবং মধ্যমের চেয়ে খারাপ ধররেন গুনাহ্গারও হবে।

গুনাহের শ্রেণীবিভাগের ব্যাপারে চূড়ান্ত রায়

কুরআন, হাদীস এবং বিবেক-বুদ্ধির এ পর্যন্ত উল্লিখিত তথ্যসমূহের আলোকে সহজেই বলা যায় যে, ইসলামে গুনাহ ৪ (চার) শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা-

১. ছগীরা গুনাহ্
২. মধ্যম গুনাহ্
৩. কুফরী ব্যতীত কবীরা গুনাহ এবং
৪. কুফরীর গুনাহ্

www.pathagar.com

বিভিন্ন শ্রেণী বা ধরনের গুনাহ মাফ ওয়ার উপায়

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণী বা ধরনের গুনাহ মাফ হওয়ার উপায়সমূহ হল-

১. মানুষের হক ফাঁকি দেয়া ব্যতীত কবীরা বা কুফরীর গুনাহ্

- ❑ মৃত্যু আসার যুক্তিসংগত সময় পূর্বে খালিস নিয়াতে করা তাওবা।

২. মধ্যম গুনাহ্

- ❑ তাওবা
- ❑ শাফায়াত,

৩. ছগীরা গুনাহ

- ❑ তাওবা
- ❑ নেক আমল
- ❑ শাফায়াত।

(বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি? এবং 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহ্ বা দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি? নামক বই দুটিতে)

শেষ কথা

আশা করি পুস্তিকাটি মনযোগসহকারে আগাগোড়া পড়লে সকলের গুনাহের সংজ্ঞা, গুনাহ্ হওয়ার শর্ত এবং শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে একটি স্বচ্ছ ধারণা হবে। ফলে দুনিয়া ও আখিরাতের মহা ক্ষতি এড়ানোর জন্যে তারা আমলে সালেহ্ ছাড়া না ছাড়ার ব্যাপারে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

ভুল-ত্রুটি থাকা মোটেই অসম্ভব নয়। তাই ভুল-ত্রুটি গঠনমূলকভাবে ধরিয়ে দিলে পাঠকের নামাজের একটি শিক্ষা বাস্তবে রূপদান করার মাধ্যমে অনেক সওয়াব হাসিল হবে। আর সঠিক হলে পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো আমার ঈমানী দায়িত্ব হবে। আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ্ হাফিজ।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

লেখকের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য
২. নবী রাসুল (সা.) প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁদের সঠিক অনুসরণের মাপকাঠি
৩. নামাজ কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের ১নং কাজ এবং শয়তানের ১ নং কাজ
৫. ইবাদাত কবুলের শর্তসমূহ
৬. বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. ইসলামের মৌলিক বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস কোন্‌গুলো তা জানা ও বুঝার সহজতম উপায়
৯. ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ্ হবে কি হবে না
১০. আল-কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি – মানুষ রচিত আইন না কুরআনের আইন?
১২. ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. মু'মিন, নেককার মু'মিন, ফাসিক ও কাফিরের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ
১৫. 'ঈমান থাকলেই বেহেশত পাওয়া যাবে' বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুণাহ্ বা দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. 'তাকদীর (ভাগ্য) পূর্ব নির্ধারিত' – কথাটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ্ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. হাদীসশাস্ত্র অনুযায়ী, সহীহ্ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহ্সহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে শিরক বা কুফরী নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ
২৩. অমুসলিম সমাজ বা পরিবারে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কিনা?
২৪. 'আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়' তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিকির - (প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র)